সমকাল

তারিখ 06 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৩ ৬

কক্সবাজারে সোমবার শিক্ষামেলার স্টলে দর্শনার্থীরা. ■ সমকাল

শিক্ষামেলায় ডিজিটাল উপকরণে বিজ্ঞান-গণিতের সহজপাঠ

■ সাব্বির নেওয়াজ, *কক্সবাজার থেকে*

নিজের তৈরি বিজ্ঞান শেখার শতাধিক ডিজিটাল ও হাতে গড়া উপকরণ নিয়ে এসেছেন দিনাজপুরের শিক্ষক মমিনুল ইসলাম। বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়কে সহজে বোঝাতে দুই বছর ধরে এসব তৈরি করেছেন ৪২ বছরের এই শিক্ষক। কক্সবাজার মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহীদুল ইসলাম এসেছেন নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিত শেখার ডিজিটাল কনটেন্ট নিয়ে। ল্যাপটপে বাংলা ব্যাকরণের কারক আর সমাস চেনার উপায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল করিম। শুধু তারাই নন, গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ডিজিটাল কনটেন্ট কিংবা হাতে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে হাজির হয়েছেন ঢাকার কলাবাগানের শিক্ষক মোস্তফা কামাল, কক্সবাজার পিটিআই সুপার কামরুন্নাহার, ময়মনসিংহ টিটিসির সহকারী অধ্যাপক নজরুল ইসলামসহ শতাধিক শিক্ষক। তারা জড়ো হয়েছেন সমুদ্রকন্যা কক্সবাজারের তীরে ব্যতিক্রমী এক শিক্ষক সম্মেলনে। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এ সম্মেলনের পাশাপাশি বসেছে শিক্ষামেলা। সেখানেই স্টল বসিয়ে শিক্ষাক্রমের ওপর শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে সমাগত শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান-গণিতের কঠিন বিষয়গুলো পরম আগ্রহে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শিক্ষকরা।

কক্সবাজারে ব্যতিক্রমী শিক্ষক সম্মেলন

সোমবার শুরু হওয়া শিক্ষক সম্মেলনের মূল স্লোগান 'একুশ শতকের শিক্ষায় আলোকিত শিক্ষক'। শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত এবং শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নই এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ডিজিটাল কনটেন্ট ও শিক্ষক বাতায়নে বিশেষ অবদান রাখা সারাদেশের ১০৪ জন শিক্ষক অংশ নিচ্ছেন।

মেলা ঘুরে বায়তুল শরফ জব্বারিয়া একাডেমির অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মতিউর রহমানের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ঝরে- চমৎকার সব জিনিস দেখলাম। এগুলো হাতে পেলে খুব সহজেই কঠিন

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

সোমবার 'শিখন, শেখানোর কৌশল : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত' এবং 'শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন : বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ' শিরোনামে দুটি সেমিনার হয়েছে। সেমিনারে ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মজিবুর রহমান আনন্দদায়ক শ্রেণীকক্ষ কীভাবে করা যায়, সে বিষয়ে একটি ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করেন। চট্টগ্রাম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রভাষক জয়দেব দে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকার ডিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক তাসনিফা খানম শিক্ষার্থীদের মনোভাব বুঝে পাঠ দেওয়ার পরামর্শ রেখে বলেন, প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিয়ে বিষয়কে সহজে বুঝিয়ে প্রিয় শিক্ষক হওয়া যায়। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব নজরুল ইসলাম খান, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ব্রেনডান ম্যাকশেরি, এটুআই প্রকল্পের ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফারুক আহমেদ, কক্সবাজার জেলা প্রশাসক রুহুল আমীন বক্তব্য রাখেন। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলন থেকে ৪২ জন সেরা শিক্ষককে পুরস্কৃত করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ের মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমের জন্য উপকরণ সরবরাহ করেছি আমরা। সমান সংখ্যক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমের জন্য কনটেন্ট তৈরি করা হবে জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তা শুধু শিক্ষকদের নয়, ছাত্রদের হাতের নাগালেও পৌঁছে দেওয়া হবে।

শিক্ষামেলায় ডিজিটাল উপকরণে বিজ্ঞান-

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিষয়গুলো শেখা যাবে। একটি স্টলে রংপুর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী (ল্যাবরেটরি) রেজাউল করিম নিয়ে বসেছিলেন পানির বোতল, কাগজ, সুতা, প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে তৈরি বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্রের হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখানোর উপকরণ। এই স্টল পরিদর্শন করে কক্সবাজার কেজিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. মফিজ জানান, এসব দেখে আমি অভিভূত। মেলায় ব্র্যাকের স্টলেও প্রদর্শন করা হয় বিভিন্ন ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ। ব্র্যাক স্লোগানে বলছে- 'গণিত, বিজ্ঞান আর ইংরেজিকে করি না ভয়, প্রযুক্তি আর শিক্ষা দিয়ে করব ভুবন জয়'।

এর আগে সকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার শিক্ষক সম্মেলন ও মেলার উদ্বোধন করে বলেন, আমরা এগোতে চাই। এগোতে পারলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়া হবে। আজকে যারা এখানে আছেন, তারা যেন অন্য শিক্ষককে সহযাত্রী করে নেন।